বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার আদেশ

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২০/০৪

তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)
১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.berc.org.bd

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১	বিউবো এর আবেদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	
২	বিউবো এর আবেদন কমিশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ	
৩	বিউবো এর আবেদন কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক মূল্যায়ন	
৪	কমিশন কর্তৃক আয়োজিত গণশুনানি	
৫	স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মতামত	
৬	কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	
৭	বিউবো এর রাজস্ব চাহিদা	
৮	মূল্যহার আদেশ	
পরিশিষ্ট-'ক'	খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২০	
পরিশিষ্ট-'খ'	খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২০ এর শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি	

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার আদেশ

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০২০/০৪

তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ (খ) এবং ৩৪ অনুসারে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবের বিষয়ে আগ্রহী পক্ষগণকে গণশুনানি প্রদানপূর্বক বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণান্তে অদ্য ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে এ আদেশ দেয়া হলো।

১.০ বিউবো এর আবেদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বিতরণে তার রাজস্ব ঘাটতি পূরণ এবং প্রস্তাবিত বাল্ক ট্যারিফ ও হুইলিং চার্জ সমন্বয় বিবেচনায় খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার সমন্বয়ের জন্য কমিশনে আবেদন করে।

১.২ বিউবো চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলের মূলত শহর অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যহারে খুচরা গ্রাহকের নিকট বিদ্যুৎ বিক্রয় করে।

১.৩ আবেদনে বিউবো উল্লেখ করেছে যে, জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে তাদের বিতরণ রাজস্ব চাহিদা ১৩,১৬৭ মিলিয়ন টাকা এবং সম্ভাব্য ১২,৫১৫ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ বিক্রয় বিবেচনায় বিতরণ ব্যয় দাঁড়াবে ১.০৫ টাকা/কি.ও.ঘ.। ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে কমিশন কর্তৃক জারিকৃত মূল্যহার আদেশে বিতরণ ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছিল ০.৮৫ টাকা/কি.ও.ঘ.। জুলাই'১৮ থেকে জুন'১৯ সময়ে বিউবো এর বিতরণ ব্যয় ছিল ১.০৯ টাকা/কি.ও.ঘ. এবং জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে তা দাঁড়াবে ১.০৫ টাকা/কি.ও.ঘ.। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিউবো তাদের বিতরণ রেট বর্তমানের ০.৮৫ টাকা/কি.ও.ঘ. হতে ০.২০ টাকা/কি.ও.ঘ. বৃদ্ধি করে ১.০৫ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে।

১.৪ বিউবো ডিমান্ড চার্জ যুক্তিযুক্তভাবে বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে। বিউবো এলটি গ্রাহকদের সর্বোচ্চ অনুমোদিত লোড ৮০ কিলোওয়াটে পুনঃনির্ধারণ, দীর্ঘদিনের পুরানো বকেয়া বিলের ওপর বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে ডিসেম্বর ২০১১ সালের পূর্বের বকেয়ার ওপর এককালীন ৫% সরল হারে বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল ধার্য করা, বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের Wind-Up সময়ের মূল্যহার নির্ধারণ, ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনের জন্য পৃথক মূল্যহার নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে তাদের প্রস্তাবে উল্লেখ করেছে।

২.০ বিউবো এর আবেদন কমিশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ

২.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬ অনুযায়ী কমিশন আবেদনটি প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত তথ্যাদি ও দলিলাদি দাখিল করার জন্য ২৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বিউবো-কে নির্দেশ প্রদান করে। বিউবো ০৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে চাহিত তথ্যাদি কমিশনে দাখিল করে।

২.২ বিউবো এর আবেদনটি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ২৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে উক্ত প্রবিধানমালার তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি (Methodology) অনুসারে তা মূল্যায়নের জন্য ইতঃপূর্বে কমিশন কর্তৃক গঠিত 'কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (Technical Evaluation Committee-TEC)'-কে নির্দেশ প্রদান করে।

২.৩ কমিশন ০১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ রবিবার সকাল ১০:০০ টায় কারওয়ান বাজারস্থ টিসিবি অডিটরিয়ামে বিউবো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের ওপর গণশুনানির দিন, সময় এবং স্থান নির্ধারণ করে।

৩.০ বিউবো এর আবেদন কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক মূল্যায়ন

৩.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬ এর তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে বিউবো এর আবেদন মূল্যায়ন করে TEC একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে কমিশনে দাখিল করে, যার প্রধান বিষয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৩.১.১ বিউবো আবেদনের সাথে ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী, ২০১৯-২০ অর্থবছরের সাময়িক এবং জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ের প্রাক্কলিত হিসাব কমিশনে দাখিল করে। TEC যাচাইবর্ষ (Test Year)/রেফারেন্স বছর হিসেবে জুলাই'১৮ থেকে জুন'১৯ সময়ের প্রকৃত তথ্য ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের সাময়িক তথ্যের ভিত্তিতে জ্ঞাত (Known) এবং পরিমাপযোগ্য (Measurable) নির্ণায়ক (Criteria) অনুসরণ করে প্রোফরমা সমন্বয়ের (Proforma Adjustment) মাধ্যমে বিউবো এর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ের রাজস্ব চাহিদা নিরূপণ করে।

৩.১.২ জুলাই'১৮ থেকে জুন'১৯ সময়ের নিরীক্ষিত তথ্যের ভিত্তিতে এবং বিউবো এর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ের প্রাক্কলন পর্যালোচনা করে TEC জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ের জন্য বিউবো এর বিদ্যুৎ ক্রয়, বিতরণ সিস্টেম লস ও বিক্রয়ের প্রাক্কলন করে যা নিম্নের সারণি-১ এ উল্লেখ করা হলো:

সারণি-১: জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ের বিদ্যুৎ ক্রয়, সিস্টেম লস এবং বিক্রয়ের পরিমাণ

বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন ইউনিট)	TEC এর ব্যাখ্যা
বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ:		বিতরণ কোম্পানীর ডিমান্ড প্রক্ষেপণ বিবেচনায়
(ক) ২৩০ কেভি (গ্রীড)	১,৪৯২	
(খ) ১৩২ কেভি (গ্রীড)	১,২৫২	
(গ) ৩৩ কেভি (গ্রীড)	১০,০৩৪	
(ঘ) ৩৩ কেভি (নন-গ্রীড)	৬৯১	
মোট বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ	**১৩,৪৬৯**	
বিতরণ সিস্টেম লস (৭.০৮% হিসেবে)	৯৫৪	জুলাই'১৮-জুন'১৯ সময়ের প্রকৃত অর্জন বিবেচনায়
বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ	**১২,৫১৫**	

৩.১.৩ বিউবো এর আবেদনে বর্ণিত এবং পরবর্তীতে বিউবো এর নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে TEC কর্তৃক নিরূপিত বিউবো এর বিতরণ রাজস্ব চাহিদা নিম্নের সারণি-২ এ উল্লেখ করা হলো:

সারণি-২: বিউবো এর বিতরণ রাজস্ব চাহিদা

ব্যয়ের খাত	রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)		TEC এর ব্যাখ্যা
	বিউবো এর প্রাক্কলন	TEC এর প্রাক্কলন	
জনবল ব্যয়	৪,২৮৫	৪,০৫০	২০১৮-১৯ অর্থবছরের ওপর বার্ষিক ৬% বৃদ্ধি বিবেচনায়
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১,৭৪৪	১,৫৬৪	২০১৮-১৯ অর্থবছরের ইউনিটপ্রতি ০.১৮ টাকা ব্যয় বিবেচনায়
অফিস, প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়	১,৫০৩	১,৫৩১	
অবচয়	৪,২৯৫	৪,২৯৫	বিউবো এর প্রস্তাব অনুযায়ী
বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি	২৭১	২৩৫	বিউবো এর যাচাইবর্ষের ব্যয় বিবেচনায়
রিটার্ন অন রেট বেজ	২,৬৩৪	৩,০৭৮	মোট রেট বেজের ওপর ভারিত গড়ে ৩.৯৬% রিটার্ন বিবেচনায়
কর্পোরেট ট্যাক্স	-	-	প্রযোজ্য নয়
মোট বিতরণ ব্যয়/মোট বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা	**১৪,৭৩২**	**১৪,৭৫৩**	

অন্যান্য আয়	১,৫৬৫	১,৮১৫	পরিচালন ও অপরিচালন আয়ের ওপর বার্ষিক ৫% বৃদ্ধি বিবেচনায়। তবে ভোক্তা নিরাপত্তা জামানতের ওপর সম্ভাব্য ২৭০ মিলিয়ন টাকা সুদ আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
নীট বিতরণ ব্যয়/নীট বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা	**১৩,১৬৭**	**১২,৯৩৮**	
নীট বিতরণ রেট [টাকা/কি.ও.ঘ.]	**১.০৫**	**১.০৩**	

TEC এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে বিউবো এর নীট বিতরণ রাজস্ব চাহিদার পরিমাণ (মোট বিতরণ ব্যয়/মোট রাজস্ব চাহিদা থেকে অন্যান্য আয় বাদ দিয়ে) ১২,৯৩৮ মিলিয়ন টাকা বা ১.০৩ টাকা/কি.ও.ঘ.।

বিউবো এর ভোক্তা জামানত খাতে ক্রমপুঞ্জিভূত অর্থ পৃথক ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর এবং জমাকৃত অর্থের ওপর প্রাপ্ত সুদ বর্ণিত হিসাবে জমা রাখা; হাসপাতাল, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ স্টেশন, সামরিক স্থাপনা, বিমানবন্দর, মোবাইলের Base Transceiver Station (BTS), পানি-গ্যাস-তেল সরবরাহের স্থাপনা, ইত্যাদি Essential Load হিসেবে বিবেচনা করা; বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের চুক্তির মেয়াদ শেষে অথবা অবসর গ্রহণের সময় থেকে Wind-up সময়ে বিদ্যুতের ট্যারিফ নির্ধারণ; নিম্নচাপ এলটি (৩ ফেজ) ৪০০ ভোল্টের সর্বোচ্চ লোড ৫০ কি.ও. হতে ৮০ কি.ও. এ নির্ধারণ; ডিসেম্বর ২০১১ সালের পূর্বে মাসিক ২% হারে বিলম্ব-পরিশোধ মাশুলের পরিবর্তে সমুদয় বকেয়ার ওপর ৫% হারে এককালীন বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল ধার্য; ১১ কেভি লেভেলে বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যাটারি চার্জিং এর জন্য আলাদা ক্যাটাগরি সৃষ্টি এবং প্রি-পেইড গ্রাহকগণকে প্রদত্ত রিবেটের পরিমাণ পৃথকভাবে হিসাব রাখার বিষয়ে কমিশন কর্তৃক নির্দেশনা প্রদানের জন্য TEC সুপারিশ করে।

৪.০ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত গণশুনানি

৪.১ কমিশন ২৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বিউবো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের ওপর অনুষ্ঠেয় গণশুনানির তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে গণবিজ্ঞপ্তি জারী করে। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তি কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং ২৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সমকাল, দৈনিক আমাদের সময়, দৈনিক ভোরের কাগজ, দা ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, দা ডেইলি অবজারভার ও দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। কমিশন ২৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে লিখিত নোটিশ প্রদান করে। গণবিজ্ঞপ্তি এবং লিখিত নোটিশে আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্ধারিত গণশুনানিতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে কমিশনে নাম তালিকাভুক্তকরণ এবং গণশুনানি-পূর্ব লিখিত বক্তব্য/মতামত কমিশনে দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়।

৪.২ বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ), বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), বিএসআরএম স্টিল মিলস্ লিমিটেড, বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, এম আর এস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বাংলাদেশ রি-রোলিং মিলস্ এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ স্টিল মিল ওনার্স এসোসিয়েশন গণশুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত কমিশনে দাখিল করে।

৪.৩ ০১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে টিসিবি অডিটরিয়ামে বিউবো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের ওপর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

৪.৪ গণশুনানিতে আবেদনকারী বিউবো, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা), ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি), বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ), অন্যান্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), বাংলাদেশ লেবার পার্টি, বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সিকিউরিটি সার্ভিসেস কোম্পানী ওনার্স এসোসিয়েশন, এবং এপেক্স ওয়েভিং এর প্রতিনিধিবৃন্দ; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মো: নুরুল ইসলাম; বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণ এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

৪.৫ কমিশনের চেয়ারম্যান কমিশন কর্তৃক গণশুনানির উদ্দেশ্য এবং এর বিচারিক তাৎপর্য উল্লেখপূর্বক বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবটি যে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত (Just and Reasonable) তা প্রমাণের দায়িত্ব বিউবো কর্তৃপক্ষের মর্মে উল্লেখ করেন।

৪.৬ বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের যৌক্তিকতায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিউবো কর্তৃক উল্লেখ করা হয়েছে:

(ক) প্রকৃত ব্যয়ের ভিত্তিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরকে যাচাইবর্ষ এবং ২০২০ সালকে Projected year ধরে বিউবো এর জন্য প্রযোজ্য বিতরণ রেট ও ডিমান্ড চার্জ প্রস্তাব করা হয়েছে;

(খ) Regulatory Working Capital এর উপর রিটার্ন অন রেট বেজ ৩.৬২% বিবেচনা করা হয়েছে;

(গ) বিতরণ খাতে অন্যান্য আয়কে ট্যারিফ নির্ণয়ে রাজস্ব চাহিদায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

(ঘ) ডিমান্ড চার্জ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে এবং ভোল্টেজ লেভেলভেদে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক অনুযায়ী পূর্বের ন্যায় ট্যারিফ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে;

(ঙ) ট্যারিফ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ইউনিটপ্রতি মূল্য বৃদ্ধি না করে ডিমান্ড চার্জ বৃদ্ধি করে ট্যারিফ সমন্বয় করা এবং ব্যাটারি চালিত যানবাহনের জন্য পৃথক ও সাশ্রয়ী ট্যারিফ নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে;

(চ) গ্রাহকের বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ চার্জ ও বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃসংযোগ চার্জ সংশোধন করা এবং বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের Wind-up সময়ের ট্যারিফ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং

(ছ) জরুরী প্রয়োজনে ট্রান্সফরমার ভাড়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করা এবং সরবরাহ চুক্তিতে যেকোন ধরনের পরিবর্তনের জন্য চুক্তি পরিবর্তন ফি রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪.৭ TEC ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে কমিশনে দাখিলকৃত বিউবো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন গণশুনানিতে উপস্থাপন করে, যা সংক্ষিপ্তভাবে অনুচ্ছেদ-৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.০ স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের মতামত

স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণ গণশুনানিতে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। এছাড়া ক্যাব, বিউবো এবং বাংলাদেশ অটো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড গণশুনানি-উত্তর লিখিত মতামত কমিশনে দাখিল করে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের গণশুনানি এবং গণশুনানি উত্তর-মতামত নিম্নরূপ:

৫.১ কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব):

গণশুনানি ও গণশুনানি-উত্তর মতামত ব্যক্ত করা হয় যে,

(ক) বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার বিভিন্ন উপকরণ, যেমন-ক্যাবল, ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার, ইত্যাদি সরবরাহের সময় যে টেস্টিং রিপোর্ট দাখিল করা হয় তার মান নিয়ে সংশয় রয়েছে। নিম্নমানের উপকরণ সরবরাহ করায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও বিতরণ ব্যবস্থার ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতির কারণে গ্রাহকেরা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাচ্ছে না। সরবরাহকৃত বৈদ্যুতিক উপকরণের মান নিশ্চিতকরণের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন প্রয়োজন;

(খ) বিউবো এর শতভাগ মালিকানা থাকা সত্ত্বেও অপেশাদার ব্যক্তির মাধ্যমে বিউবো এর মালিকানাধীন কোম্পানীসমূহ পরিচালিত হওয়ায় তাদের পারফরম্যান্স আশাব্যঞ্জক নয়।

(গ) বিতরণ কোম্পানীসমূহের পারফরমেন্সের সঠিক তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য ৩৩ কেভি লেভেলের সিস্টেম লস উল্লেখ থাকা প্রয়োজন;

(ঘ) পিএফসি চার্জ বাবদ জরিমানার হার আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন;

(ঙ) মূল্যহার পরিবর্তনের বিবেচ্য বিষয় হিসেবে বিইআরসি কর্তৃক প্রবর্তিত মূল্যহার নির্ধারণের নির্ণায়ক (Criteria) বিবেচনায় নেয়া; Wednesbury Principle মতে সততা/সুবিবেচনা (Fairness) নিশ্চিত করা; মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহে অনিশ্চয়তা; সম্পদ যতটুকু ব্যবহার হয় ততটুকুর ওপর অবচয় ব্যয় ধার্য করা; সরকারি সংস্থা বিধায় বিউবো এর সেবা বাণিজ্যিক নয়, না লাভ-না ক্ষতি ভিত্তিক বিবেচনা করা; সঠিক মাপে ও মানে ভোক্তার বিদ্যুৎ প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা;

(চ) উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ পর্যায়ে অযৌক্তিক ব্যয় সর্বমোট ১০,৪৯৪ কোটি টাকা (রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জ ২,১৭৬ কোটি টাকা; বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল রহিত করা হলে ১,৩০৫ কোটি টাকা; সঞ্চালন লস ২.৭৫% এর পরিবর্তে ৩.০০% এ বৃদ্ধি করা হলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি ১১০ কোটি টাকা; উৎপাদন পর্যায়ে বিউবো-কে মুনাফামুক্ত ধরায় সমন্বয় ৫০০ কোটি টাকা; সরকারি নীতির আওতায় প্রান্তিক ও সেচ গ্রাহককে স্বল্প মূল্যহারে বিদ্যুৎ প্রদান করায় পাইকারি মূল্যহারে আর্থিক ঘাটতি ৪,৫০০ কোটি টাকা; পিজিসিবি এর পরিশোধিত মূলধনের ওপর রিটার্ন ১২% এর পরিবর্তে ১৫% ধরায় লভ্যাংশ বৃদ্ধি ১৩ কোটি টাকা; ডেসকো এর পরিশোধিত মূলধনের ওপর রিটার্ন ১২% এর পরিবর্তে ১৫% ধরায় লভ্যাংশ বৃদ্ধি এবং বিতরণে বিউবো এর ও বাপবিবো এর আওতাধীন পবিসসমূহের মুনাফা ১,০৮৮ কোটি টাকা এবং সরকারি নীতিগত কারণে বাপবিবো এর পবিসসমূহের জনবল ও অবচয় ব্যয় বৃদ্ধি ৮০২ কোটি টাকা) ঘাটতিতে সমন্বয়ক্রমে বিদ্যুতের পাইকারি, সঞ্চালন ও খুচরা মূল্যহার পরিবর্তন করা;

(ছ) সরকারি নীতির আওতায় প্রান্তিক ও সেচ গ্রাহককে স্বল্প মূল্যহারে প্রদত্ত বিদ্যুতের বার্ষিক পরিমাণ, মূল্য ও ভর্তুকির পরিমাণ আদেশে উল্লেখ করা এবং এ ঘাটতি সরকারের অর্থে সমন্বয় করা;

(জ) ক্যাব এর বিভিন্ন অভিযোগ বিইআরসি নিষ্পত্তি করে না;

(ঝ) ইউটিলিটিভেদে বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার নির্ধারণে সমতা নিশ্চিতকরণের নীতিতে পরিবর্তন এনে ইউটিলিটি, ভোল্টেজ লেভেল ও গ্রাহকের ভৌগলিক অবস্থানভেদে মান ও সেবার তারতম্যের ভিত্তিতে গ্রাহকশ্রেণিভিত্তিক ভিন্ন মূল্যহার নির্ধারণ করা;

(ঞ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক গ্রাহকদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে ভিন্ন মূল্যহার নির্ধারণ করা;

(ট) বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর বিতরণ রাজস্ব চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত আয় সমন্বয় করা;

(ঠ) বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন (Interruption), ভোক্তা প্রান্তে বিদ্যুৎ চাপ (Voltage Level) ও ফ্রিকোয়েন্সীর (Frequency) তারতম্যের তথ্য সংরক্ষণ এবং ভোক্তাদের জন্য উন্মুক্ত রাখার নির্দেশনা প্রদান করা।

(ঠ) বিতরণে যৌক্তিক ব্যয় ও চাহিদা অপেক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি ও অধিক সম্পদ অর্জিত হওয়া এবং বিতরণ কাঠামো মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহে অনুপযোগী বলে উল্লেখপূর্বক করণীয় নির্ধারণের জন্য অংশীজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা এবং কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং

(ড) সকল ক্রয়ে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির (Direct Procurement Method-DPM) পরিবর্তে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (Open Tender Method-OTM) নিশ্চিত করা।

৫.২ **কৃষি মন্ত্রণালয়:**

সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যুৎ বিলের ৮০% গ্রাহক দেয় এবং বাকী ২০% রিবেট আকারে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে দেয়া হয়। বিষয়টি বিদ্যুৎ বিলে উল্লেখ রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

৫.৩ **বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ):**

পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, ব্যাংক সুদের উচ্চ হার ইত্যাদি কারণ উৎপাদন ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, বর্তমানে গার্মেন্ট খাতে মন্দাভাব দেখা দিয়েছে। বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পরিবর্তে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যয় কমিয়ে মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখার এবং কোনো ফ্যাক্টরির বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকলে, রপ্তানি আয়ের দিক বিবেচনা করে সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করে বিল পরিশোধের জন্য সময় দেয়ার প্রস্তাব করা হয়।

৫.৪ **বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন** :

প্রি-পেইড মিটারের বিল পেমেন্টে গ্রাহককে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হচ্ছে। তাছাড়া মিটার লক হয়ে গেলে তার জন্য গ্রাহককে জরিমানা প্রদান করতে হয়। কমিশন কর্তৃক সকল ইউলিটির সাথে বসে প্রি-পেইড মিটারিং এর সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

৫.৫ **সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন:**

বিদ্যুতের মূল্যের সাথে সিএনজির মূল্য সমন্বয় করার জন্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

৫.৬ **বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ):**

সেচ পাম্পের মধ্যমচাপের সংযোগকে এলটি–বি (সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প) এর ন্যায় সাবসিডাইজড রেট নির্ধারণ করা।

৫.৭ বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন:

দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের অন্যতম উপাদান এম.এস প্রোডাক্ট/রড ভোক্তাদের ক্রয় সীমার মধ্যে রাখার স্বার্থে স্টিল ও রি-রোলিং সেক্টরে প্রস্তাবিত বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি না করা।

৫.৮ এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ:

মোবাইলের Base Transceiver Station (BTS) সমূহকে ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে বিবেচনা করে সে অনুযায়ী ট্যারিফ ক্যাটাগরি নির্ধারণ করা।

৫.৯ বিআরবি ক্যাবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড / এম আর এস ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড:

দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে এইচটি—৩ (উচ্চচাপ) শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের রেট বর্তমান রেট থেকে আরও কমিয়ে পুনঃ নির্ধারণ করার অনুরোধ জানানো হয়।

৫.১০ বাংলাদেশ রি-রোলিং মিলস এসোসিয়েশন / বাংলাদেশ স্টিল মিল ওনার্স এসোসিয়েশন:

রি-রোলিং, স্টিল শিল্প এবং এম.এস. প্রোডাক্ট/রড ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার স্বার্থে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি না করা।

৫.১১ বাংলাদেশ সিকিউরিটি সার্ভিসেস কোম্পানী ওনার্স এসোসিয়েশন:

বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি না করে মূল্যহার হ্রাসের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

৫.১২ বাংলাদেশ মোবাইল ফোন রিচার্জ এসোসিয়েশন:

প্রি-পেইড মিটারের বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরী কমিশন (বিটিআরসি) যে সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ করেছে তা বাড়ানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া, রিচার্জকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কোনো ট্রেড লাইসেন্স দেয়া হয় না। কিন্তু বিদ্যুতের সংযোগ দেয়ার সময় বাণিজ্যিক শ্রেণিতে সংযোগ প্রদান করা হয়, যা সাংঘর্ষিক। এ বিষয়টি সমাধানের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

৫.১৩ বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল (বিএনপি):

রেন্টাল ও ক্যুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং বিনা টেন্ডারের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের অযথা ক্যাপাসিটি চার্জ দেয়ার কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে কমিশনকে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

৫.১৪ **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি):**

বিদ্যুৎ খাতকে দক্ষ ও স্বচ্ছ খাত হিসেবে গড়ে তোলার স্বার্থে-

(১) বিউবো-কে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহ করা;
(২) প্রি-পেইড মিটারে যে অব্যবস্থাপনা রয়েছে, তা দূর করা; এবং
(৩) বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মন্দার পূর্বাভাস থাকায় দাম বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব বিবেচনা করা।

৫.১৫ **বাংলাদেশ লেবার পার্টি:**

কিছুদিন পূর্বেই গ্রাহকদের এনালগ মিটার পরিবর্তন করে ডিজিটাল মিটার প্রদান করা হয়েছে। অল্পদিনের মধ্যে উক্ত মিটার সরিয়ে আবার প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এ সকল বাড়তি ব্যয় হ্রাস করে জনগণকে স্বস্তি দেয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

৫.১৬ **বাংলাদেশ অটো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড:**

আগামী ২০২০ সালের মধ্যে পরিবেশ বান্ধব বৈদ্যুতিক যানবাহন (Electric Vehicle-EV) বাংলাদেশের বাজারে সহজলভ্য হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য ভিন্ন ট্যারিফ ক্যাটাগরির প্রস্তাব সময়োপযোগী। দৈনিক বিদ্যুৎ চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য আনয়নের জন্য রাত ১২:০০ টা হতে সকাল ৮:০০ টা পর্যন্ত বর্তমান ট্যারিফের ৫০% কম রেটে সুপার অফ-পীক ট্যারিফ প্রবর্তন করার অনুরোধ জানানো হয়।

৫.১৭ **সংবাদ সংস্থা ইউএনবি:**

গণশুনানির ব্যাপারে সাধারণ জনগণের অনেক আগ্রহ রয়েছে বিধায় জনগণের প্রতিক্রিয়া অনুধাবনের জন্য ফেসবুকে এটিকে লাইভ করা এবং মাঠ পর্যায়ের সাধারণ জনগণের প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য গণশুনানি ঢাকার বাইরে আয়োজন করা।

৬.০ <u>কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ</u>

৬.১ গণশুনানি এবং গণশুনানি-উত্তর মতামতে বিউবো এর তিন ধরনের কাজের জন্য পৃথক তিনটি কোম্পানী গঠন করা,বিদ্যুৎ খাতে Open Market চালু করা, সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ক্রয় পরিহার করে সকল ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি নিশ্চিত করা, অপেশাদার ব্যক্তির মাধমে বিউবো এর কোম্পানীসমূহ পরিচালিত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য এসেছে। এসকল বিষয় সরকারের নীতি নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট, আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পৃক্ত এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা জড়িত বিধায় কমিশন কর্তৃক বিদ্যুতের ট্যারিফ নির্ধারণে বিবেচনার সুযোগ নেই।

৬.২ বৈদ্যুতিক যানবাহনের (EV) ব্যাটারি চার্জিং এর জন্য সুপার অফ-পীক ট্যারিফ প্রবর্তনের বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। বিদ্যুতের Daily Demand Curve অনুযায়ী সকাল ৫.০০ টা হতে ৯.০০ টা পর্যন্ত সিস্টেমের বিদ্যুতের চাহিদা সর্বনিম্ন থাকে বিধায় উক্ত সময়ে বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যাটারি চার্জিং এর জন্য সুপার অফ-পীক মূল্যহার নির্ধারণ করা সমীচীন।

৬.৩ ১১ কেভি লেভেলে বেশ কিছু সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প গ্রাহক রয়েছে। এ সকল গ্রাহকের জন্য ১১ কেভি লেভেলে সাশ্রয়ী মূল্যহার নির্ধারণের বিষয়ে গণশুনানিতে আলোচনা হয়েছে, যা যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়।

৬.৪ প্রি-পেইড মিটারের বিল পেমেন্টে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান, প্রি-পেইড মিটারের ভেন্ডিং/রিচার্জ সহজতর করা, প্রি-পেইড মিটার সম্পর্কিত তথ্য স্পষ্ট করা, প্রি-পেইড মিটার আনলক করার জন্য জরিমানা প্রদান, প্রি-পেইড মিটারিং এর সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া ইত্যাদি বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। এসকল বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা সমীচীন বলে কমিশন মনে করে।

৬.৫ কমিশনের আদেশের বাইরে বিদ্যুৎ বিতরণ ইউটিলিটিসমূহ কোনো অর্থ আদায় করতে পারে না মর্মে গণশুনানিতে আলোচনা হয়েছে, যা যথাযথ বলে কমিশন মনে করে।

৬.৬ সারাদেশে বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহারের সমতা আনয়নের নীতির পরিবর্তে ইউটিলিটি, ভোল্টেজ লেভেল ও গ্রাহকের ভৌগলিক অবস্থানভেদে মান ও সেবার তারতম্যের ভিত্তিতে গ্রাহকশ্রেণিভিত্তিক ভিন্ন মূল্যহার নির্ধারণের দাবী জানানো হয়েছে। তবে বর্তমানে অনুসৃত নীতি অনুযায়ী বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীভেদে বিতরণ ব্যয় এবং গ্রাহক মিশ্রণ বিবেচনায় পাইকারি মূল্যহারে ভিন্নতা এনে ভোক্তাপর্যায়ে বিদ্যুতের মূল্যহার সারাদেশে অভিন্ন রাখা হয়, যা বহাল রাখা যৌক্তিক বলে কমিশন মনে করে।

৬.৭ গণশুনানিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক গ্রাহকদেরকে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির অভিঘাত থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে ভিন্ন মূল্যহার নির্ধারণের দাবী জানানো হয়েছে। পূর্বের ধারাবাহিকতায় ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহকের জন্য পৃথক মূল্যহার নির্ধারণ করা হচ্ছে, তবে বাস্তবায়নে অসুবিধা এবং গ্রাহক ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক গ্রাহকের জন্য পৃথক মূল্যহার নির্ধারণ করা সমীচীন নয় বলে কমিশন মনে করে।

৬.৮ মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের অনিশ্চয়তার বিষয়ে গণশুনানিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সেসাথে Interruptions, Voltage Level এবং Frequency এর তারতম্যের তথ্য সংরক্ষণ এবং ভোক্তাদের জন্য উন্মুক্ত রাখার দাবী জানানো হয়েছে। মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণে বিউবো এর প্রতিটি উপকেন্দ্র এবং ফিডারের Real ও Reactive Power Flow, Interruptions এবং Hourly Voltage Profile এর তথ্য লগ শীটে সংরক্ষণ করার এবং উক্ত তথ্য প্রতিনিয়ত বিশ্লেষণ করে Overloading দূর করা, Reactive Power Compensation এর মাধ্যমে ভোল্টেজ Profile এর উন্নয়ন, Interruptions কমিয়ে আনার কারিগরি ও বাস্তবসম্মত কৌশল নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক বলে কমিশন মনে করে। সেসাথে কল সেন্টার/কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে Interruptions এর সম্ভাব্য Restoration সময়সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রাহককে সরবরাহ করা এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিতরণ ইউনিটভিত্তিক Interruptions, Restoration, Voltage Profile এবং Frequency এর হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করা সমীচীন বলে কমিশন মনে করে।

৬.৯ গণশুনানি-উত্তর মতামতে মূল্যহার প্রস্তাব মূল্যায়নে তথ্য প্রাপ্তি অনিশ্চিত মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। মূল্যহার পরিবর্তনের জন্য কমিশনে দাখিলকৃত কোনো আবেদন কমিশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হবার পর আবেদনসহ কমিশনে প্রাপ্ত সকল তথ্য যে কোনো ব্যক্তিকেই কমিশন সরবরাহ করে থাকে। তবে আবেদনসমূহের বিষয়ে কোনো সম্পূরক তথ্যের প্রয়োজন হলে তা 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানীর নিকট সরাসরি চাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর আওতায় প্রণীত তথ্য প্রকাশ বা প্রদানের নীতিমালা/নির্দেশিকা অনুযায়ী চাহিত তথ্য প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া সমীচীন বলে কমিশন মনে করে।

৬.১০ সরকারি নীতির কারণে প্রান্তিক ও সেচ গ্রাহককে স্বল্প মূল্যহারে দেয়া বিদ্যুতে আর্থিক ঘাটতি সরকারি অনুদানে সমন্বয় করার বিষয়ে গণশুনানিতে দাবী জানানো হয়েছে। ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনায় বিদ্যুতের মূল্যহার সহনীয় রাখার লক্ষ্যে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে সার্বিকভাবে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকি বিবেচনা করে কমিশন পাইকারি (বাল্ক) এবং খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণ করে থাকে। বিবেচ্য আবেদনের ক্ষেত্রেও সার্বিকভাবে বিদ্যুতের মূল্যহার সহনীয় রাখার জন্য পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে সরকার কর্তৃক ভর্তুকি প্রদানের বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়েছে, যা খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারকে সহনীয় রাখতে ভূমিকা রেখেছে।

৬.১১ বিতরণে অধিক সম্পদ অর্জিত হয়েছে মর্মে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। বিগত ১০ (দশ) বছরে বিউবোসহ বিদ্যুৎখাতের বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের নতুন গ্রাহক বৃদ্ধি পেয়েছে ২.৫০ কোটি। এ বিপুল পরিমাণ নতুন গ্রাহকের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার জন্য নতুন বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন তৈরি করা হয়েছে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ট্রান্সফর্মারসহ সার্বিকভাবে বিতরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের এ সম্প্রসারণ বিবেচনায় রেখে বিদ্যুৎ বিতরণসহ সকল পর্যায়ে ব্যয় যৌক্তিকীকরণে কমিশন নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

৬.১২ সঠিক মাপে, মানে ও দামে বিদ্যুৎ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সঞ্চালন পর্যায়ে মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কমিশন গ্রীড কোড প্রণয়ন করেছে (গেজেটে প্রকাশ প্রক্রিয়াধীন), বিতরণ পর্যায়ে Interruptions এবং Frequency এর তারতম্য হ্রাস করে গ্রাহক প্রান্তে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৌঁছানোসহ বিদ্যুৎ বিতরণের সকল পর্যায়ে গুণগত মান নিশ্চিতকরণে ডিস্ট্রিবিউশন কোড প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যৌক্তিক মূল্যহারে ভোক্তার গুণগতমানসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে কমিশনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৬.১৩ বিদ্যুৎ, কয়লা, গ্যাস ও তেল খাতে মজুদ অর্থে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়নে কমিশনের আওতাধীনে তহবিল গঠনের বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। বিদ্যুৎ খাতে মজুদ অর্থের মধ্যে ভোক্তা নিরাপত্তা জামানত, পেনশন তহবিল, ভবিষ্য তহবিল ইত্যাদি খাতের অর্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসকল তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা নেয়ার বিষয়ে 'স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানশিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন, ২০২০' জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। এ আইনের প্রভাব পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেয়া সমীচীন বলে কমিশন মনে করে।

৬.১৪ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর রাজস্ব চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত আয় সমন্বয়ের বিষয়ে গণশুনানি-উত্তর মতামতে বক্তব্য এসেছে। বিদ্যুৎ বিতরণ ট্যারিফ নির্ধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর রাজস্ব চাহিদা অনুসারে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারিত হয়। এ প্রক্রিয়ার কোনো সংস্থা/কোম্পানীর রাজস্ব চাহিদার উদ্বৃত্ত রাজস্ব (যদি থাকে) সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

৬.১৫ মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী কর্তৃক ভবিষ্যতে Smart Distribution Network System গড়ে তোলা ও ব্যবস্থাপনার জন্য পূর্ব পরিকল্পনা/প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। সম্ভাব্যতা সাপেক্ষে বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনাপূর্ণ এলাকা এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় পরিকল্পিতভাবে ভূগর্ভস্থ Duct/Trench তৈরি করে বিদ্যুৎ সরবরাহ/বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, যাতে গ্রাহকদের নিরাপদ, নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিতরণ লাইনসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন, মনিটরিং (SCADA সহ স্মার্ট সিস্টেমের মাধ্যমে) কার্যক্রম সহজতর হয় এবং বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার ঝুঁকি ও জনদুর্ভোগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়।

৬.১৬ দেশের সকল জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার আওতাবহির্ভূত দুর্গম এলাকা যেখানে অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় গ্রীডের আওতায় বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ অর্থনৈতিক বিবেচনায় বাস্তবসম্মত নয় সে সকল জনবসতিপূর্ণ এলাকায় সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী কর্তৃক নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন অথবা ক্রয় করে মিনি গ্রীডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া সমীচীন বলে কমিশন মনে করে। এ সকল বিচ্ছিন্ন মিনি গ্রীডের আওতায় বিদ্যুৎ সরবরাহে অভিন্ন খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার প্রয়োজন।

৬.১৭ বিতরণ কোম্পানীসমূহের পারফরমেন্সের তুলনামূলক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ৩৩ কেভি লেভেলের সিস্টেম লস পৃথকভাবে প্রদর্শনের বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে, যা যৌক্তিক এবং প্রয়োজন বলে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান।

৬.১৮ বিউবো এর নিকট থেকে ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এবং নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (নেসকো)-এ সম্পদ হস্তান্তরের বিষয়ে ভেন্ডর এগ্রিমেন্ট চূড়ান্ত না হওয়ায় হস্তান্তরিত সম্পদ বিউবো এর বিতরণ খাতের নিরীক্ষিত হিসাবে প্রদর্শিত হচ্ছে মর্মে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। অন্যদিকে হস্তান্তরিত সম্পদ ওজোপাডিকো এবং নেসকো এর নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদনে প্রদর্শিত হচ্ছে। তাই বিউবো থেকে ওজোপাডিকো এবং নেসকোতে হস্তান্তরিত সম্পদের মূল্য এবং অবচয় বিউবো এর হিসাব হতে বাদ দিয়ে বিউবো এর রাজস্ব চাহিদা নিরূপণ করা যৌক্তিক ও প্রয়োজন বিবেচিত হয়। সেসাথে সম্পদ হস্তান্তরের বিষয়ে শীঘ্রই ওজোপাডিকো এবং নেসকো এর সাথে বিউবো কর্তৃক ভেন্ডর এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করা আবশ্যক বলে কমিশন মনে করে।

৬.১৯ সরকারি সংস্থা বিধায় বিউবো এর সেবা বাণিজ্যিক নয়, না লাভ-না ক্ষতি ভিত্তিক বিবেচনা করার জন্য গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(২)(ঙ) অনুযায়ী ট্যারিফ নির্ধারণের নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা বিবেচিত হয়। সে অনুযায়ী প্রণীত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬ এর তফসিলে বর্ণিত বিদ্যুৎ বিতরণ ট্যারিফ নির্ধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী বিউবো এর ইক্যুইটির ওপর রিটার্ন নির্ধারণ করা হয়। তবে ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা, কমিশনের আদেশ/নির্দেশনা বাস্তবায়নসহ সংস্থার সার্বিক Performance মূল্যায়নপূর্বক ইক্যুইটি এর ওপর রিটার্নের হার নির্ধারণ করা সমীচীন বলে কমিশন মনে করে।

৬.২০ বাংলাদেশ ব্যাংকের ০২ (দুই) বছর মেয়াদী ট্রেজারী বিলের সর্বশেষ (০৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের) নিলাম রেট ছিলো ৮.২৭%। বিউবো এর পেইড আপ ক্যাপিটাল এবং অন্যান্য ইক্যুইটির উপর গণশুনানির আলোচনা অনুযায়ী উক্ত নিলাম রেটের অর্ধেক বা ৪.১৪% হারে রিটার্ন এবং সরকারি ও বৈদেশিক ঋণের ওপর যথাক্রমে ৩% ও ৫% সুদের হার বিবেচনায় বিউবো এর রেট বেজের ওপর ভারিত গড় রেট অব রিটার্ন ৩.৮২% হিসেবে রিটার্ন অন রেট বেজ নিরূপণ করা যথাযথ।

৭.০ বিউবো এর রাজস্ব চাহিদা

৭.১ বিউবো এর বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন, গণশুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, গণশুনানি-উত্তর মতামত/তথ্য এবং কমিশনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কমিশনের মূল্যায়নে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে বিউবো এর বিদ্যুৎ ক্রয়, বিক্রয় ও সিস্টেম লসের প্রাক্কলন এবং রাজস্ব চাহিদা নিম্নরূপভাবে ধার্য করা হলো:

সারণি-৩: বিদ্যুৎ ক্রয়, বিতরণ লস ও বিদ্যুৎ বিক্রয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)
১	২৩০ কেভি (গ্রীড)	১,৪৯২
২	১৩২ কেভি (গ্রীড)	১,২৫২
৩	৩৩ কেভি (গ্রীড)	১০,০৩৪
৪	৩৩ কেভি (নন-গ্রীড)	৬৯১
৫	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (১+২+৩+৪)**	**১৩,৪৬৯**
৬	বিতরণ সিস্টেম লস (৭.০৮% হিসাবে)	৯৫৪
৭	**বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ (৫-৬)**	**১২,৫১৫**

সারণি-৪: বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)	পাইকারি মূল্যহার (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ব্যয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	২৩০ কেভি (গ্রীড)	১,৪৯২	৫.৮২০০	৮,৬৮৩
২	১৩২ কেভি (গ্রীড)	১,২৫২	৫.৮৪৯৫	৭,৩২৪
৩	৩৩ কেভি (গ্রীড)	১০,০৩৪	৫.৯০৮৮	৫৯,২৮৯
৪	৩৩ কেভি (নন-গ্রীড)	৬৯১	৫.৯০৮৮	৪,০৮৩
৫	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয়**			**৭৯,৩৭৯**

সারণি-৫: হুইলিং চার্জ বাবদ ব্যয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন কি.ও.ঘ.)	সঞ্চালন মূল্যহার (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ব্যয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	২৩০ কেভি (গ্রীড)	১,৪৯২	০.২৮৫৭	৪২৬
২	১৩২ কেভি (গ্রীড)	১,২৫২	০.২৮৮৬	৩৬২
৩	৩৩ কেভি (গ্রীড)	১০,০৩৪	০.২৯৪৪	২,৯৫৪
৪	**মোট হুইলিং চার্জ বাবদ ব্যয়**			**৩,৭৪২**

সারণি-৬: বিউবো এর বিতরণ ব্যয়/রাজস্ব চাহিদার প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	জনবল ব্যয়	৪,৬১৮
২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১,৫৬৪
৩	অফিস, প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়	৮৩৭*
৪	বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি	২৩৫
৫	অবচয়	৪,১৪২
৬	রিটার্ন অন রেট বেজ	২,৬৫০
৭	কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্স	-
৮	**মোট বিতরণ ব্যয় (১+....+৭)**	**১৪,০৪৬**
৯	(বিয়োগ) অন্যান্য আয়	২,৫৫১
১০	**নীট বিতরণ ব্যয় (৮-৯)**	**১১,৪৯৫**

*বিইআরসি এর সিস্টেম পরিচালনা লাইসেন্স ফি ২২ মিলিয়ন টাকাসহ।

সারণি-৭: বিউবো এর নীট রাজস্ব চাহিদার প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)
১	বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয়	৭৯,৩৭৯
২	বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যয়	৩,৭৪২
৩	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয়/এনার্জি চার্জ (১+২)**	**৮৩,১২১**
৪	নীট বিতরণ ব্যয়	১১,৪৯৫
৫	**নীট রাজস্ব চাহিদা (৩+৪)**	**৯৪,৬১৬**
৬	বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন ইউনিট)	১২,৫১৫
৭	**রাজস্ব চাহিদা (টাকা/কি.ও.ঘ.) [৫ ÷ ৬]**	**৭.৫৬**

৭.২ খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণে বিউবো এর বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয় ৭৯,৩৭৯ মিলিয়ন টাকা, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যয় ৩,৭৪২ মিলিয়ন টাকা এবং নীট বিতরণ ব্যয় ১১,৪৫৯ মিলিয়ন টাকাসহ নীট রাজস্ব চাহিদা ৯৪,৬১৬ মিলিয়ন টাকা বা ৭.৫৬ টাকা/কি.ও.ঘ., যা নির্ধারিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার (এনার্জি রেট/চার্জ এবং ডিমান্ড রেট/চার্জ) এর ভিত্তিতে অর্জিত হবে।

৭.৩ বিউবো এর বিদ্যমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ৭.১৫ টাকা/কি.ও.ঘ.। উপরে বর্ণিত রাজস্ব চাহিদা অনুযায়ী বিউবো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ০.৪১ টাকা/কি.ও.ঘ. বা ৫.৭৩% বৃদ্ধি করে ৭.৫৬ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৮.০ মূল্যহার আদেশ

সার্বিক বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে কমিশনের আদেশ হলো যে:-

৮.১ বিউবো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ভারিত গড়ে ৭.৫৬ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা হলো। পুনঃনির্ধারিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার এ আদেশের অংশ হিসাবে **পরিশিষ্ট-'ক'**-এ সংযুক্ত করা হলো।

৮.২ খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি এ আদেশের অংশ হিসেবে **পরিশিষ্ট-'খ'** এ সংযুক্ত করা হলো।

৮.৩ বিউবো অবিলম্বে বিদ্যুৎ বিলের সাথে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার এবং খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি সকল গ্রাহককে সরবরাহ করবে।

৮.৪ নিম্নচাপ ও মধ্যমচাপ লেভেলে ব্যাটারি চার্জিং এর জন্য যথাক্রমে এলটি–ডি ৩ ও এমটি–৭ গ্রাহকশ্রেণি এবং মধ্যমচাপ লেভেলে সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্পের জন্য এমটি–৮ গ্রাহকশ্রেণি সৃষ্টি করা হলো। বিউবো স্বীয়-উদ্যোগে সকল গ্রাহকের প্রযোজ্যতা মোতাবেক গ্রাহকশ্রেণি পরিবর্তনপূর্বক যথাযথ গ্রাহকশ্রেণিতে বিল প্রণয়ন করবে এবং গ্রাহকের সাথে সম্পাদিত চুক্তি সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহকশ্রেণি পরিবর্তন বা চুক্তি সংশোধনের ক্ষেত্রে কোনো চার্জ/ফি প্রযোজ্য হবে না।

৮.৫ গ্রাহকের পাওয়ার ফ্যাক্টর (পিএফ) ০.৯৫ এর নীচে হলে পাওয়ার ফ্যাক্টর শুদ্ধকরণের জন্য খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলীতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে।

৮.৬ বিদ্যমান নিয়মানুসারে প্রি-পেইড মিটার গ্রাহকদের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত নীট বিদ্যুৎ বিলের ওপর ১% (এক শতাংশ) হারে রিবেট প্রযোজ্য হবে।

৮.৭ বিউবো সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প গ্রাহকশ্রেণিতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত রিবেটের পরিমাণ গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিলে উল্লেখ করবে।

৮.৮ প্রি-পেইড মিটার গ্রাহকের মাসভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহার জানতে বিউবো কার্যকর ব্যবস্থা নিবে।

৮.৯ বিউবো গ্রাহকভিত্তিক নিরাপত্তা জামানতের তথ্য সংরক্ষণ করবে।

৮.১০ বিউবো নিরাপত্তা জামানত খাতে সংগৃহীত সমুদয় অর্থ প্রচলিত নিয়ম অনুসরণপূর্বক স্বতন্ত্র ব্যাংক হিসাবে জমা রাখবে। নিরাপত্তা জামানতের মূল (Principal) অর্থ স্থায়ী আমানত/স্পেশাল নোটিশ ডিপোজিট (এসএনডি) হিসাবে বিনিয়োগের পরিমাণ এবং এ বাবদ অর্জিত Interest নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীতে পৃথকভাবে প্রদর্শন করতে হবে।

৮.১১ বিউবো সকল বৃহৎ বাণিজ্যিক, নির্মাণ ও ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহকের তিন-ফেজ মিটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি এবং সকল এমটি, এইচটি ও ইএইচটি গ্রাহকের সিটি-পিটিসহ মিটার স্বীয় উদ্যোগে বছরে ন্যূনতম ০২ (দুই) বার [তবে দুই পরীক্ষার মাঝে কেনোভাবেই ০৬ (ছয়) মাসের বেশী ব্যবধান হবে না] বিশেষজ্ঞ টিম দ্বারা পরীক্ষা করে মিটারের সঠিকতা নিরূপণ করবে এবং ষান্মাসিক ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করবে।

৮.১২ বিউবো ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে তার আওতাধীন সকল মধ্যমচাপ (এমটি), উচ্চচাপ (এইচটি) এবং অতি উচ্চচাপ (ইএইচটি) গ্রাহককে Automated Meter Reading (AMR) দ্বারা Online Metering এর আওতায় আনার ব্যবস্থা নেবে।

৮.১৩ বিউবো আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে এলটি লেভেলের প্রযোজ্য গ্রাহকশ্রেণির তিন-ফেজ গ্রাহক, অস্থায়ী গ্রাহকশ্রেণি ব্যতীত অন্যান্য এমটি গ্রাহকশ্রেণি এবং সকল এইচটি ও ইএইচটি গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে পীক এবং অফ-পীক মিটারভিত্তিক বিলিং নিশ্চিত করবে।

৮.১৪ বিউবো মানসম্পন্ন এবং নিরাপদ বিতরণ সিস্টেম গড়ে তুলবে। এ লক্ষ্যে বিউবো-

(ক) দুর্ঘটনা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং রাস্তা-ঘাট, রেল লাইন, ফ্লাইওভার, ইত্যাদি ক্রসিং-এ আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে ক্র্যাডল গার্ড (Cradle Guard) স্থাপন নিশ্চিত করবে;

(খ) আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে তার সকল নন-স্ট্যান্ডার্ড (Non-Standard) বিতরণ লাইন স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী পুনঃনির্মাণ/প্রতিস্থাপন করবে;

(গ) প্রতিবছর ন্যূনতম ০১ (এক) বার বিশেষজ্ঞ টিম দ্বারা তার সকল বিতরণ লাইন পরীক্ষা করতঃ অনিরাপদ লাইনসমূহ নিরাপদ করার ব্যবস্থা নেবে এবং

(ঘ) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন এবং স্থাপনায় সংঘটিত দুর্ঘটনা সম্পর্কে (দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান ও তার কারণ; প্রতিরোধ ও প্রতিকারের গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি উল্লেখসহ) কমিশনকে অবহিত করবে।

৮.১৫ বিউবো বিদ্যুৎ গ্রহণের নিরাপত্তা ঝুঁকির বিষয়ে জনগণকে সচেতন করবে।

৮.১৬ বিউবো তার প্রতিটি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র এবং ৩৩/১১ কেভি ফিডারের Real ও Reactive Power Flow, Interruptions এবং Voltage Profile এর তথ্য লগ শীটে সংরক্ষণ করবে এবং উক্ত তথ্য প্রতিনিয়ত বিশ্লেষণ করে Overloading দূর করা, Reactive Power Compensation এর মাধ্যমে ভোল্টেজ Profile এর উন্নয়ন এবং Interruptions কমিয়ে আনার কারিগরি ও বাস্তবসম্মত কৌশল নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮.১৭ বিউবো কল সেন্টার/কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে Interruptions এর সম্ভাব্য Restoration সময়ের তথ্যসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রাহককে সরবরাহ করবে। বিউবো প্রতিটি বিতরণ ইউনিটের Interruptions, Restoration Time, Voltage Profile এবং Frequency এর হালনাগাদ তথ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করবে।

৮.১৮ বিউবো মোবাইলের Base Transceiver Station (BTS) সমূহকে Essential Load হিসেবে বিবেচনা করতঃ যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা Interruptions এর পর জরুরী বিবেচনায় Restoration করবে।

৮.১৯ বিউবো অত্যন্ত জরুরী ফিডারসমূহ (যেমন- হাসপাতাল, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ স্টেশন, সামরিক স্থাপনা, বিমানবন্দর, মোবাইল BTS, পানি-গ্যাস-তেল সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ইত্যাদি) চিহ্নিত করে Essential Load হিসাবে National Load Dispatch Centre (NLDC) এ সরবরাহ করবে।

৮.২০ বিউবো প্রতিবছর এনার্জি অডিট টিম দ্বারা প্রতিটি বিক্রয়-বিতরণ ইউনিটের বিতরণ সিস্টেম লস অডিট করে সিষ্টেম লস হ্রাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮.২১ বিউবো ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে মধ্যে বিলিং এর সাথে সম্পর্কিত সকল কম্পিউটার সেন্টারসমূহ আধুনিকায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। বিলিং সফটওয়্যারসমূহ প্রয়োজন অনুসারে Upgrade করবে এবং নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে রেখে বিলিং কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৮.২২ বিউবো কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে গ্রাহকশ্রেণি অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ, এনার্জি চার্জ এবং ডিমান্ড চার্জ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীতে পৃথকভাবে প্রদর্শন করবে।

৮.২৩ বিউবো কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ; সিস্টেম লস এবং গ্রাহক শ্রেণিভিত্তিক গ্রাহকসংখ্যা, বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ, বিদ্যুৎ বিক্রয় রাজস্ব, অনুমোদিত লোড ও ডিমান্ড চার্জ থেকে আয়ের পরিমাণ মাসভিত্তিক কমিশনে প্রেরণ করবে। এসকল তথ্য বিলিং সফটওয়্যার থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে/Real Time ভিত্তিতে প্রাপ্তির জন্য বিউবো ৩০ জুন ২০২০ তারিখের মধ্যে সফটওয়্যারের প্রয়োজনীয় Modification এর ব্যবস্থা নিবে।

৮.২৪ বিউবো তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় প্রণীত তথ্য প্রকাশ বা প্রদানের নীতিমালা/নির্দেশিকা অনুযায়ী স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব সম্পর্কিত চাহিত তথ্য প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

৮.২৫ বিউবো গ্রাহককে তার চাহিদা অনুসারে ন্যূনতম ০১ (এক) কিলোওয়াট বা তদূর্ধ্ব লোড অনুমোদনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

৮.২৬ বিউবো বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পের বিশদ বিবরণ, আওতাধীন এলাকা, ব্যয়, অর্থায়নের উৎস, বাস্তবায়নকাল ইত্যাদি তথ্য সাইন বোর্ডের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে অবহিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

৮.২৭ বিউবো জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন ঘটে এরূপ স্থানে বৈদ্যুতিক খুঁটি বা অন্য কোনো সরঞ্জাম রাখবে না।

৮.২৮ বিউবো আগামী ৩০ জুন ২০২০ তারিখের মধ্যে ওজোপাডিকো এবং নেসকোতে হস্তান্তরিত সম্পদের ভেন্ডর এগ্রিমেন্ট (Vendor Agreement) স্বাক্ষর করবে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীতে হস্তান্তরিত সম্পদ-দায় এর Book Adjustment নিশ্চিত করবে।

৮.২৯ বিউবো কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত গ্রাহকশ্রেণি অনুযায়ী গ্রাহকসংখ্যা, বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ, Billed Amount (এনার্জি চার্জ ও ডিমান্ড চার্জ), রাজস্ব আদায়, বকেয়ার পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য বিল মাস মার্চ ২০২০ থেকে MIS প্রতিবেদনে যথাযথভাবে প্রদর্শন করবে।

৮.৩০ বিউবো তার ৩৩ কেভি লেভেলের বিতরণ সিস্টেম লস পৃথকভাবে MIS প্রতিবেদন এবং আর্থিক প্রতিবেদনসহ অন্যান্য প্রতিবেদনে প্রদর্শন করবে এবং ভবিষ্যতে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনে উল্লেখ করবে।

৮.৩১ এ আদেশ বিল মাস মার্চ ২০২০ হতে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে।

27/2/20
(মোহাম্মদ বজলুর রহমান)
সদস্য

(মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী)
সদস্য

27/2/20
(মোহাম্মদ আবু ফারুক)
সদস্য

27/02/2020
(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

27/2/2020
(মোঃ আব্দুল জলিল)
চেয়ারম্যান

পরিশিষ্ট-'ক'

খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২০

ক. নিম্নচাপ (এলটি) : ২৩০/৪০০ ভোল্ট

বিদ্যুৎ সরবরাহ : নিম্নচাপ এসি সিঙ্গেল ফেজ ২৩০ ভোল্ট এবং তিন ফেজ ৪০০ ভোল্ট
ফ্রিকোয়েন্সি : ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড
অনুমোদিত লোড : সিঙ্গেল ফেজ ০-৭.৫ কি.ও. এবং তিন ফেজ ০-৮০ কি.ও.[১]

	গ্রাহকশ্রেণি	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ [টাকা/কি.ও.[২]/মাস]
১	এলটি—এ: আবাসিক		৩০.০০
	লাইফ লাইন : ০-৫০ ইউনিট	৩.৭৫[৩]	
	প্রথম ধাপ : ০-৭৫ ইউনিট	৪.১৯	
	দ্বিতীয় ধাপ : ৭৬-২০০ ইউনিট	৫.৭২	
	তৃতীয় ধাপ : ২০১-৩০০ ইউনিট	৬.০০	
	চতুর্থ ধাপ : ৩০১-৪০০ ইউনিট	৬.৩৪	
	পঞ্চম ধাপ : ৪০১-৬০০ ইউনিট	৯.৯৪	
	ষষ্ঠ ধাপ : ৬০০ ইউনিটের উর্ধ্বে	১১.৪৬	
২	এলটি—বি: সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প	৪.১৬	৩০.০০
৩	এলটি—সি ১: ক্ষুদ্র শিল্প		৩০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.৫৩	
	অফ-পীক	৭.৬৮	
	পীক	১০.২৪	
৪	এলটি—সি ২: নির্মাণ	১২.০০	১০০.০০
৫	এলটি—ডি ১: শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল	৬.০২	৩৫.০০
৬	এলটি—ডি ২: রাস্তার বাতি ও পানির পাম্প	৭.৭০	৬০.০০
৭	এলটি—ডি ৩: ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	৭.৬৪	
	অফ-পীক[৪]	৬.৮৮	
	সুপার অফ-পীক[৫]	৬.১১	
	পীক[৬]	৯.৫৫	
৮	এলটি—ই: বাণিজ্যিক ও অফিস		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	১০.৩০	
	অফ-পীক	৯.২৭	
	পীক	১২.৩৬	
৯	এলটি—টি: অস্থায়ী	১৬.০০	১০০.০০

খ. মধ্যমচাপ (এমটি) : ১১ কেভি

বিদ্যুৎ সরবরাহ : মধ্যমচাপ এসি ১১ কেভি
ফ্রিকোয়েন্সি : ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড
অনুমোদিত লোড : ৫০ কি.ও. এর অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে অনূর্ধ্ব ৫ মে.ও.

গ্রাহকশ্রেণি		এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ [টাকা/কি.ও.[২]/মাস]
১	এমটি—১: আবাসিক		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.৪০	
	অফ-পীক	৭.৫৬	
	পীক	১০.৫০	
২	এমটি—২: বাণিজ্যিক ও অফিস		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	৯.১২	
	অফ-পীক	৮.২১	
	পীক	১১.৪০	
৩	এমটি—৩: শিল্প		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.৫৫	
	অফ-পীক	৭.৭০	
	পীক	১০.৬৯	
৪	এমটি—৪: নির্মাণ		১০০.০০
	ফ্ল্যাট	১১.৪৬	
	অফ-পীক	১০.৩১	
	পীক	১৪.৩৩	
৫	এমটি—৫: সাধারণ[৭]		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.৪৫	
	অফ-পীক	৭.৬১	
	পীক	১০.৫৬	
৬	এমটি—৬: অস্থায়ী	১৫.০০	১০০.০০
৭	এমটি—৭: ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	৭.৫৬	
	অফ-পীক[৪]	৬.৮০	
	সুপার অফ-পীক[৫]	৬.০৫	
	পীক[৬]	৯.৪৫	

৮	এমটি—৮: সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	৫.০০	
	অফ-পীক	৪.৫০	
	পীক	৬.২৫	

গ. উচ্চচাপ (এইচটি): ৩৩ কেভি

বিদ্যুৎ সরবরাহ : উচ্চচাপ এসি ৩৩ কেভি

ফ্রিকোয়েন্সি : ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড

অনুমোদিত লোড : ০৫ মে.ও. এর অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে অনূর্ধ্ব ৩০ মে.ও. (২০ মে.ও. এর উর্ধ্বে অবশ্যই ডাবল সার্কিট)

গ্রাহকশ্রেণি		এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ [টাকা/কি.ও.১/মাস]
১	এইচটি—১: সাধারণ		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.৪১	
	অফ-পীক	৭.৫৭	
	পীক	১০.৫১	
২	এইচটি—২: বাণিজ্যিক ও অফিস		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	৯.০২	
	অফ-পীক	৮.১২	
	পীক	১১.২৮	
৩	এইচটি—৩: শিল্প		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.৪৫	
	অফ-পীক	৭.৬১	
	পীক	১০.৫৬	
৪	এইচটি—৪: নির্মাণ		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	১০.৬০	
	অফ-পীক	৯.৫৪	
	পীক	১৩.২৫	

ঘ. অতি উচ্চচাপ (ইএইচটি): ১৩২ কেভি এবং ২৩০ কেভি

বিদ্যুৎ সরবরাহ	:	অতি উচ্চচাপ এসি ১৩২ কেভি এবং ২৩০ কেভি		
ফ্রিকোয়েন্সি	:	৫০ সাইকেল/সেকেন্ড		
অনুমোদিত লোড	:	ইএইচটি-১	:	২০ মে.ও. থেকে অনূর্ধ্ব ১৪০ মে.ও. (কারিগরি বিবেচনায় সিঙ্গেল অথবা ডাবল সার্কিট)
		ইএইচটি-২	:	১৪০ মে.ও. এর উর্ধ্বে

	গ্রাহকশ্রেণি	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ [টাকা/কি.ও.[২]/মাস]
১	ইএইচটি—১: সাধারণ		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.৩৬	
	অফ-পীক	৭.৫২	
	পীক	১০.৪৫	
২	ইএইচটি—২: সাধারণ		৬০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.৩১	
	অফ-পীক	৭.৪৮	
	পীক	১০.৩৯	

[১] নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে ৮০ কি.ও. অনুমোদিত লোড পর্যন্ত নিম্নচাপ (এলটি) গ্রাহক হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রয়োজন অনুসারে ৫০ কি.ও. থেকে ৮০ কি.ও. পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের নতুন গ্রাহক নিম্নচাপ (এলটি) অথবা মধ্যমচাপ (এমটি) গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। তবে ৫০ কি.ও. থেকে ৮০ কি.ও. পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের বিদ্যমান গ্রাহকের ক্ষেত্রে তাদের বর্তমান গ্রাহকশ্রেণি (অনুমোদিত লোড ৫০ কি.ও. পর্যন্ত এলটি এবং অনুমোদিত লোড ৫০ কি.ও. এর অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে ৮০ কি.ও. পর্যন্ত এমটি) অপরিবর্তিত/অব্যাহত থাকবে।

[২]ডিমান্ড চার্জ নিরূপণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে ডিমান্ড (কি.ও.) বিবেচনায় নিতে হবে:

(ক) সকল এলটি এবং এমটি গ্রাহকের ক্ষেত্রে অনুমোদিত লোড (কি.ও.) প্রযোজ্য হবে; এবং

(খ) সকল এইচটি এবং ইএইচটি গ্রাহকের ক্ষেত্রে রেকর্ডকৃত সর্বোচ্চ চাহিদা (কি.ও.) অথবা অনুমোদিত লোডের (কি.ও.) ৮০% এর মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ তা প্রযোজ্য হবে।

[৩]বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর যে সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) এর লাইফ-লাইন (০-৫০ ইউনিট) গ্রাহকের এনার্জি রেট/চার্জ ৩.৭৫ টাকা/কি.ও.ঘ. এর উর্ধ্বে সে সকল পবিস এর বিদ্যমান এনার্জি রেট/চার্জ অপরিবর্তিত থাকবে। লাইফ লাইন (০-৫০ ইউনিট) মূল্যহারের সুবিধা আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির অন্য কোনো গ্রাহক পাবেন না।

[৪]প্রযোজ্য সকল গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে রাত ১১:০০ টা হতে পরদিন বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত সময় অফ-পীক হিসেবে গণ্য হবে। তবে শুধুমাত্র এলটি—ডি ৩ এবং এমটি—৭ গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে রাত ১১:০০ হতে পরদিন সকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত এবং সকাল ৯:০০ টা হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত সময় অফ-পীক হিসেবে গণ্য হবে।

[৫]এলটি—ডি ৩ এবং এমটি—৭ গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে সকাল ৫:০০-৯:০০ টা পর্যন্ত সময় সুপার অফ-পীক হিসেবে গণ্য হবে।

[৬]প্রযোজ্য সকল গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০ টা পর্যন্ত সময় পীক হিসেবে গণ্য হবে।

[৭]বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড, ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এবং নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড এর আওতাধীন এমটি—৫ গ্রাহকশ্রেণির মধ্যে যাদের বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রধানত (প্রায় ৮০%) আবাসিক ধরনের যেমন-ডরমেটরিসহ সেনানিবাস বা বিশ্ববিদ্যালয়; সেসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ২০% এমটি—৫ এর এনার্জি রেট/চার্জ (৮.৪৫ টাকা/কি.ও.ঘ.), ৭২% এলটি—এ এর প্রথম ধাপ এবং দ্বিতীয় ধাপের গড় এনার্জি রেট/চার্জ (৫.১৫ টাকা/কি.ও.ঘ.) এবং ৮% এলটি—এ এর ষষ্ঠ ধাপের এনার্জি রেট/চার্জ (১১.৪৬ টাকা/কি.ও.ঘ.) অনুসারে বিল করতে হবে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ পূর্বের নিয়মের ধারাবাহিকতায় এমটি—৫ এর এনার্জি রেট/চার্জ অনুসারে বিল করতে হবে।

২। পুনঃনির্ধারিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বিল মাস মার্চ ২০২০ হতে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে।

২৭/২/২০
(মোহাম্মদ বজলুর রহমান)
সদস্য

(মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী)
সদস্য

(মোহাম্মদ আবু ফারুক)
সদস্য

২৭/০২/২০
(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

২৭/২/২০২০
(মোঃ আব্দুল জলিল)
চেয়ারম্যান

পরিশিষ্ট-'খ'

খুচরা বিদ্যুৎ মুল্যহার, ২০২০ এর শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি

নিম্নোক্ত শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২০ এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে:

১. **বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল:**

(ক) সকল গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে এককালীন বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল প্রযোজ্য হবে।

(খ) ২২ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে জারিকৃত বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল সংক্রান্ত কমিশন আদেশ কার্যকরের পূর্ববর্তী সময়ের অনিষ্পন্ন বকেয়ার ক্ষেত্রে ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে এককালিন বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল বিবেচনা করে বকেয়া পরিশোধের বিষয়টি নিষ্পত্তি করা যাবে।

২. **মূল্য সংযোজন কর:**

বিদ্যুৎ বিলের ওপর সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হবে।

৩. **পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ:**

(ক) অনুমোদিত লোড ২০ কিলোওয়াট (কি.ও.) এর উর্ধ্বের সকল নিম্নচাপ (এলটি) গ্রাহককে সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর (পিএফ) অবশ্যই ০.৯৫ বা তার উর্ধ্বে রাখতে হবে।

(খ) সকল মধ্যমচাপ (এমটি), উচ্চচাপ (এইচটি) এবং অতি উচ্চচাপ (ইএইচটি) গ্রাহককে সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর (পিএফ) অবশ্যই ০.৯৫ বা তার উর্ধ্বে রাখতে হবে।

(গ) অনুচ্ছেদ ৩ (ক) এবং ৩(খ) এ বর্ণিত গ্রাহকের ক্ষেত্রে সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর (পিএফ) ০.৯৫ এর কম রেকর্ড হলে নিম্নোক্ত হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে:

সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পিএফ ০.৯৫ এর অব্যবহিত নিম্ন থেকে মাসিক গড় পিএফ ০.৭৫ পর্যন্ত প্রতি ০.০১ পিএফ কম এর জন্য গ্রাহকের বিলের এনার্জি চার্জের ওপর ০.৭৫% (শূণ্য দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ) হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে।

(ঘ) সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর (পিএফ) ০.৭৫ এর নীচে নেমে গেলে প্রতি বিল মাসে গ্রাহককে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। পর পর ০৩ (তিন) বিল মাস সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৭৫ এর নীচে নেমে গেলে গুণগত মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বার্থে গ্রাহককে ১৫ (পনেরো) দিনের নোটিশ প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে।

(ঙ) উপরের অনুচ্ছেদ ৩(ঘ) এ উল্লিখিত কারণে বিচ্ছিন্ন হওয়া গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ যথাযথ শুদ্ধকরণ সরঞ্জাম (পাওয়ার ফ্যাক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান্ট) স্থাপন এবং প্রযোজ্য সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ চার্জ প্রদান সাপেক্ষে পুনর্বহাল করা যাবে।

৪. **নিরাপত্তা জামানত:**

(ক) নতুন সংযোগ এবং অনুমোদিত লোড পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য হবে:

গ্রাহকশ্রেণি		জামানতের হার (টাকা/কি.ও.)
১	এলটি–এ এবং এলটি–বি	৪০০.০০ (২ কি.ও. পর্যন্ত)
		৬০০.০০ (২ কি.ও. এর উর্ধ্বে)
২	এলটি–সি ১, এলটি–সি ২, এলটি–ডি ১, এলটি–ডি ২, এলটি–ডি ৩, এলটি–ই এবং এলটি–টি	৮০০.০০
৩	এমটি, এইচটি এবং ইএইচটি	১,০০০.০০

(খ) প্রি-পেইড মিটারের মাধ্যমে নতুন সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে অথবা বিদ্যমান প্রি-পেইড গ্রাহকদের লোড বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনুমোদিত লোড/অতিরিক্ত অনুমোদিত লোডের বিপরীতে নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য হবে না।

(গ) প্রি-পেইড মিটার দ্বারা বিদ্যমান মিটার প্রতিস্থাপন করা হলে গ্রাহকের পূর্বের নিরাপত্তা জামানত বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী গ্রাহককে ফেরত প্রদান নিশ্চিত করবে।

(ঘ) অনুচ্ছেদ ৪(ক) এর সারণিতে উল্লিখিত নিরাপত্তা জামানত ব্যতীত অন্য কোনো নিরাপত্তা জামানত আরোপ করা যাবে না।

৫. **অনুমোদিত লোডসীমা অতিক্রম এবং স্থাপনার লোড পরিবর্তন:**

(ক) কোনো গ্রাহকের অনুমোদিত লোড হতে তার মিটারের রেকর্ডকৃত সর্বোচ্চ চাহিদা বেশি হলে অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত লোডের জন্য দ্বিগুণ হারে ডিমান্ড রেট/চার্জ প্রযোজ্য হবে।

(খ) কোনো গ্রাহকের সর্বোচ্চ চাহিদা ক্রমাগতভাবে ০৩ (তিন) মাস অনুমোদিত লোডের ১১০% (একশত দশ শতাংশ) অতিক্রম করলে অতিরিক্ত লোড অনুমোদন করিয়ে নেয়ার জন্য গ্রাহককে নোটিশ দিতে হবে। চতুর্থ মাসেও সর্বোচ্চ চাহিদা অনুমোদিত লোডের ১১০% (একশত দশ শতাংশ) এর বেশি হলে গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ ১৫ (পনেরো) দিনের নোটিশ প্রদানপূর্বক বিচ্ছিন্ন করা হবে।

(গ) কোনো গ্রাহক তার প্রয়োজন অনুসারে লিখিত অনুরোধের মাধ্যমে নিয়মানুযায়ী তার স্থাপনার অনুমোদিত/চুক্তিবদ্ধ লোড পরিবর্তনের (বৃদ্ধি বা হ্রাস) জন্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর নিকট আবেদন করতে পারবে। এরূপ ক্ষেত্রে বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী গ্রাহকের আবেদন গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিয়মানুযায়ী গ্রাহকের অনুমোদিত/চুক্তিবদ্ধ লোড পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করবে।

(ঘ) কোনো গ্রাহকের বিদ্যমান অনুমোদিত/চুক্তিবদ্ধ লোড বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তন করা যাবে না।

৬. গ্রাহকের অনুরোধে সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প এবং কৃষিভিত্তিক মৌসুমী ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহকের বিলিং পদ্ধতি এবং সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ:

(ক) এলটি-বি (সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প) শ্রেণির গ্রাহক সেচ মৌসুমের পর এবং এলটি-সি ১ (ক্ষুদ্র শিল্প) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত কৃষিভিত্তিক মৌসুমী ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহক মৌসুমের পর কিংবা অন্য কোনো কারণে (গ্রাহকের ইচ্ছানুযায়ী) প্রযোজ্য সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ চার্জ পরিশোধ সাপেক্ষে সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখতে পারবে।

(খ) উপরের অনুচ্ছেদ ৬(ক) এ বর্ণিত গ্রাহকের পুনরায় সংযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে পুনঃসংযোগ চার্জ প্রযোজ্য হবে। তবে সংযোগ বিচ্ছিন্নকালীন সময়ে ডিমান্ড চার্জ বা অন্য কোনো চার্জ প্রযোজ্য হবে না।

৭. ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন গ্রাহকের বিলিং:

এলটি—বি (সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প), এলটি—ডি ১ (শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল) এবং এমটি—৮ (সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প) গ্রাহক আঙ্গিনা ব্যতীত অন্যান্য স্থাপনায় ব্যাটারি চার্জিং করা হলে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ উক্ত সংশ্লিষ্ট স্থাপনার শ্রেণিতে ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

৮. মিটার ভাড়া:

এ বিষয়ে বিউবো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তন সংক্রান্ত বিইআরসি আদেশ # ২০১৭/১০; তারিখঃ ২৩ নভেম্বর ২০১৭ এর পরিশিষ্ট 'খ' (খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি) এর অনুচ্ছেদ-১১ (মিটার ভাড়া) বহাল থাকবে।

৯. প্রি-পেইড মিটার:

(ক) প্রি-পেইড মিটার গ্রাহকগণ বিদ্যমান নিয়মানুসারে মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত নীট বিলের ওপর ১% (এক শতাংশ) হারে রিবেট প্রাপ্ত হবেন।

(খ) ইমার্জেন্সি ব্যালান্সের ক্ষেত্রে সুদ প্রযোজ্য হবে না।

(গ) কোনো কারণে প্রি-পেইড মিটার লক হয়ে গেলে, গ্রাহকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী মিটার আনলকের ব্যবস্থা নিবে। কারিগরি ত্রুটির কারণে প্রি-পেইড মিটার লক হলে, কোনো চার্জ/ফি প্রযোজ্য হবে না।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর ভেন্ডিং/রিচার্জ স্টেশন বা ব্যাংক থেকে গ্রাহক কোনো চার্জ/ফি প্রদান ব্যতিরেকে প্রি-পেইড মিটারে ভেন্ডিং/রিচার্জ করবে।

(ঙ) গ্রাহক কর্তৃক বিল প্রদান সহজতর করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী পর্যাপ্ত সংখ্যক ভেন্ডিং/রিচার্জ স্টেশন এবং ব্যাংক ও ব্যাংক শাখার মাধ্যমে প্রি-পেইড মিটারে ভেন্ডিং/রিচার্জ করার কার্যকর ব্যবস্থা নিবে।

(চ) প্রি-পেইড মিটার বিষয়ে গ্রাহকদের সঠিক ধারণার জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী তথ্য সমৃদ্ধ (যেমন-প্রি-পেইড মিটার সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা, বিলিং পদ্ধতি, ভেন্ডিং নিয়ম-কানুন ইত্যাদি) একটি সহায়ক নির্দেশিকা (Instruction Manual) বিদ্যমান ও নতুন প্রি-পেইড মিটার গ্রাহককে প্রদান করবে।

১০. **প্রযোজ্যতা:**

(ক) এলটি – সি ২: নির্মাণ

(১) ৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের সকল নির্মাণ কাজে (যথা-আবাসন, বাণিজ্যিক ও শিল্প স্থাপনা, ব্রীজ, ফ্লাইওভার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইত্যাদি) বিদ্যুৎ ব্যবহার এলটি – সি ২ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) নির্মাণ কাজ সমাপ্তিতে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় নির্মাণ সংযোগ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ গ্রাহকশ্রেণিতে রূপান্তর করা হবে।

(খ) এলটি – ডি ১: শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল

৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের সরকারি-বেসরকারি সকল শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতালের বিদ্যুৎ ব্যবহার এলটি – ডি ১ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(গ) এলটি – ডি ২: রাস্তার বাতি ও পানির পাম্প

৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের সকল রাস্তার বাতি এবং খাবার পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে জনস্বার্থে স্থাপিত সকল পানির পাম্প/নলকূপ, গ্রামীণ এলাকায় আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহের জন্য জনস্বার্থে স্থাপিত সকল খাবার পানির পাম্প এবং জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে জনস্বার্থে স্থাপিত পানি নিষ্কাশন পাম্প এলটি – ডি ২ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ঘ) এলটি—ডি ৩: ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন

৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনের বিদ্যুৎ ব্যবহার এলটি—ডি ৩ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ঙ) এলটি—টি: অস্থায়ী

(১) ৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের স্বল্পস্থায়ী সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমের (যে সকল সংযোগ সাধারণত স্থায়ী সংযোগে রূপান্তরিত হয় না) বিদ্যুৎ ব্যবহার এলটি-টি গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) সাধারণভাবে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মাসের জন্য এ শ্রেণির সংযোগ বিবেচনা করা হবে, তবে গ্রাহকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এলটি—টি গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যুৎ ব্যবহারের সর্বোচ্চ সময়সীমা ০১ (এক) বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে।

(চ) এমটি—১: আবাসিক

(১) ৮০ কিলোওয়াটের অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ ০৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের সম্পূর্ণ আবাসিক ভবন/স্থাপনা এবং সমিতি পরিচালিত বহুতল সম্পূর্ণ আবাসিক ভবন/স্থাপনার সম্পূর্ণ আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহার এমটি—১ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) সাধারণভাবে মেইন মিটার ও সাব-মিটার পদ্ধতিতে এমটি—১ গ্রাহকশ্রেণির মিটারিং/বিলিং হবে। তবে একক মিটারভিত্তিক ব্যবস্থাও বহাল থাকবে। উভয় ক্ষেত্রেই ট্রান্সফরমারের উচ্চচাপ প্রান্তে একটি মেইন মিটার থাকবে এবং তথায় সমুদয় এনার্জি রেকর্ড হবে। গ্রাহক ট্রান্সফরমার, উচ্চচাপ নিয়ন্ত্রণকারী এবং রক্ষাকারী সরঞ্জাম এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর শুদ্ধকরণ সরঞ্জাম সহযোগে তার নিজের উপকেন্দ্র স্থাপন করবেন।

(৩) মেইন মিটার ও সাব-মিটার পদ্ধতিতে মিটারিং/বিলিং এর ক্ষেত্রে প্রতিটি আবাসিক ফ্ল্যাট/গ্রাহকের জন্য মেইন মিটারের আওতায় পৃথক সাব-মিটার ও হিসাব নম্বর থাকবে এবং এলটি—এ (আবাসিক) গ্রাহকশ্রেণির মূল্যহার (স্ল্যাব সুবিধাসহ), শর্তাবলী (পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ, নিরাপত্তা জামানত ইত্যাদিসহ) এবং বিবিধ চার্জ/ফি অনুযায়ী আবাসিক সাব-মিটারসমূহের বিল করা হবে।

(৪) মেইন মিটারের মোট ব্যবহৃত ইউনিট হতে আবাসিক সাব-মিটারসমূহের রেকর্ডকৃত/বিলকৃত ইউনিটের যোগফল বাদ দিয়ে প্রাপ্ত অবশিষ্ট ইউনিট কমন সার্ভিস ব্যবহার (Common Service Use) হিসাবে গণ্য হবে এবং এমটি—১ (আবাসিক) গ্রাহকশ্রেণির মূল্যহার, শর্তাবলী (পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ, নিরাপত্তা জামানত ইত্যাদিসহ) এবং বিবিধ চার্জ/ফি অনুযায়ী কমন সার্ভিস ব্যবহারের বিল করা হবে। কমন সার্ভিস ব্যবহারের অনুমোদিত লোড নির্দিষ্ট করা থাকতে হবে।

(৫) গ্রাহকের অনুরোধে একক মিটারভিত্তিক বিলিং ব্যবস্থা মেইন মিটার সাব-মিটারভিত্তিক মিটারিং/বিলিং ব্যবস্থায় রূপান্তর করা যাবে।

(ছ) এমটি—২: বাণিজ্যিক

(১) ৫০ কিলোওয়াটের অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ ০৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের সকল অফিস, দোকানপাট, শপিং কমপ্লেক্স/প্লাজা, হোটেল/মোটেল/রেস্টুরেন্ট, রিসোর্ট, বিনোদন স্থাপনা, সিনেমা হল, ব্যবসায়িক/ট্রেডিং, বাণিজ্যিক ও সেবা প্রদানকারী অন্যান্য স্থাপনা/প্রতিষ্ঠান এবং বহুতল মিশ্র (বাণিজ্যিক ও আবাসিক) ভবন/স্থাপনার বাণিজ্যিক এবং কমন সার্ভিসের বিদ্যুৎ ব্যবহার এমটি—২ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) ট্রান্সফরমারের উচ্চচাপ প্রান্তে একটি মেইন মিটার থাকবে এবং তথায় সমুদয় এনার্জি রেকর্ড হবে। গ্রাহক ট্রান্সফরমার, উচ্চচাপ নিয়ন্ত্রণকারী এবং রক্ষাকারী সরঞ্জাম এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর শুদ্ধকরণ সরঞ্জাম সহযোগে তার নিজের উপকেন্দ্র স্থাপন করবে।

(৩) বহুতল মিশ্র (বাণিজ্যিক ও আবাসিক) ভবন/স্থাপনা ব্যতীত অন্য সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে একক পয়েন্ট মিটারিং ব্যবস্থায় বিল করা হবে।

(৪) বহুতল মিশ্র (বাণিজ্যিক ও আবাসিক) ভবন/স্থাপনার ক্ষেত্রে মেইন মিটার ও সাব-মিটার পদ্ধতিতে বিলিং হবে। প্রতিটি আবাসিক ফ্ল্যাট/গ্রাহকের জন্য মেইন মিটারের আওতায় পৃথক সাব-মিটার ও হিসাব নম্বর থাকবে এবং এলটি—এ (আবাসিক) গ্রাহকশ্রেণির মূল্যহার (স্ল্যাব সুবিধাসহ), শর্তাবলী (পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ, নিরাপত্তা জামানত ইত্যাদিসহ) এবং বিবিধ চার্জ/ফি অনুযায়ী আবাসিক সাব-মিটারসমূহের বিল করা হবে।

(৫) মেইন মিটারের মোট ব্যবহৃত ইউনিট হতে আবাসিক সাব-মিটারসমূহের রেকর্ডকৃত/বিলকৃত ইউনিটের যোগফল বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ইউনিট বাণিজ্যিক এবং কমন সার্ভিস ব্যবহার (Common Service Use) হিসেবে গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রে এমটি—২ (বাণিজ্যিক ও অফিস) গ্রাহকশ্রেণির মূল্যহার, শর্তাবলী (পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ, নিরাপত্তা জামানত ইত্যাদিসহ) এবং বিবিধ চার্জ/ফি অনুযায়ী বিল করা হবে। বাণিজ্যিক এবং কমন সার্ভিস ব্যবহারের অনুমোদিত লোড নির্দিষ্ট করা থাকতে হবে।

(৬) যে সকল বহুতল মিশ্র (বাণিজ্যিক ও আবাসিক) ভবন/স্থাপনায় বর্তমানে একক মিটারিং ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে গ্রাহক ইচ্ছা পোষণ করলে স্বীয় ব্যয়ে মিটারিং ব্যবস্থা মেইন মিটার ও সাব-মিটার ব্যবস্থায় রূপান্তর করতে পারবেন।

(৭) একক মিটারিং ব্যবস্থা মেইন মিটার ও সাব-মিটার ব্যবস্থায় রূপান্তরের পূর্ব পর্যন্ত একক মিটারভিত্তিক বিলিং ব্যবস্থা বহাল থাকবে।

(জ) এমটি-৪: নির্মাণ

(১) ৫০ কিলোওয়াটের অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ ০৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের সকল নির্মাণ কাজে (যথা-আবাসন, বাণিজ্যিক ও শিল্প স্থাপনা, ব্রীজ, ফ্লাই ওভার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইত্যাদি) বিদ্যুৎ ব্যবহার এমটি—৪ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) নির্মাণ কাজ সমাপ্তিতে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় নির্মাণ সংযোগ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ গ্রাহকশ্রেণিতে রূপান্তর করা হবে।

(ঝ) এমটি-৫: সাধারণ

এমটি—১ (আবাসিক), এমটি—২ (বাণিজ্যিক ও অফিস), এমটি—৩ (শিল্প), এমটি—৪ (নির্মাণ), এমটি—৬ (অস্থায়ী), এমটি—৭ (ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন) এবং এমটি—৮ (সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প) গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত গ্রাহক ব্যতীত ৫০ কিলোওয়াটের অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ ০৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের একক পয়েন্ট মিটারভিত্তিক অন্যান্য মধ্যমচাপ গ্রাহক যেমন: সরকারি-বেসরকারি সকল শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল; ক্যান্টনমেন্ট; পাবলিক লাইব্রেরী; যাদুঘর; খাবার পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে জনস্বার্থে স্থাপিত পানির পাম্প; জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে জনস্বার্থে স্থাপিত পানি নিষ্কাশন পাম্প; রেলওয়ে; মেট্রোরেল; বিমানবন্দর; ইত্যাদি এমটি—৫ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ঞ) এমটি—৬: অস্থায়ী

(১) ৫০ কিলোওয়াটের অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ ০৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের স্বল্পস্থায়ী সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমের (যে সকল সংযোগ সাধারণত স্থায়ী সংযোগে রূপান্তরিত হয় না) বিদ্যুৎ ব্যবহার এমটি—৬ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) সাধারণভাবে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মাসের জন্য এ শ্রেণির সংযোগ বিবেচনা করা হবে, তবে গ্রাহকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এমটি—৬ গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যুৎ ব্যবহারের সর্বোচ্চ সময়সীমা ০১ (এক) বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে।

(ট) এমটি—৭: ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন

৫০ কিলোওয়াটের অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ ০৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত মধ্যমচাপে অনুমোদিত লোডের ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনের বিদ্যুৎ ব্যবহার এমটি—৭ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ঠ) এমটি—৮: সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প

৫০ কিলোওয়াটের অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ ০৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প এমটি—৮ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ড) এইচটি—১: সাধারণ

এইচটি—২ (বাণিজ্যিক ও অফিস), এইচটি—৩ (শিল্প) এবং এইচটি—৪ (নির্মাণ) গ্রাহকশ্রেণির আওতাধীন বাণিজ্যিক ও অফিস, শিল্প এবং নির্মাণ স্থাপনা/গ্রাহক ব্যতীত ০৫ মেগাওয়াটের অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ ৩০ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের একক পয়েন্ট মিটারভিত্তিক অন্যান্য সকল গ্রাহক এইচটি—১ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ঢ) এইচটি—২: বাণিজ্যিক ও অফিস

০৫ মেগাওয়াটের অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ ৩০ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের সকল অফিস, দোকানপাট, শপিং কমপ্লেক্স/প্লাজা, হোটেল/মোটেল/রেস্টুরেন্ট, রিসোর্ট, বিনোদন স্থাপনা, সিনেমা হল, ব্যবসায়িক/ট্রেডিং, বাণিজ্যিক ও সেবা প্রদানকারী অন্যান্য স্থাপনা/প্রতিষ্ঠান এবং বহুতল মিশ্র (বাণিজ্যিক ও আবাসিক) ভবন/স্থাপনার বাণিজ্যিক এবং কমন সার্ভিসের বিদ্যুৎ ব্যবহার এইচটি—২ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ণ) এইচটি-৪: নির্মাণ

(১) ০৫ মেগাওয়াটের অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে সর্বোচ্চ ৩০ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের সকল নির্মাণ কাজে (যথা-আবাসন, বাণিজ্যিক ও শিল্প স্থাপনা, ব্রীজ, ফ্লাইওভার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইত্যাদি) বিদ্যুৎ ব্যবহার এইচটি—৪ গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) নির্মাণ কাজ সমাপ্তিতে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় নির্মাণ সংযোগ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ গ্রাহকশ্রেণিতে রূপান্তর করা হবে।

১১. প্রযোজ্যতা অনুযায়ী নির্ধারিত শ্রেণির গ্রাহক হিসাবে রূপান্তর:

(ক) নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে ৮০ কিলোওয়াট অনুমোদিত লোড পর্যন্ত এলটি গ্রাহক হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রয়োজন অনুসারে ৫০ কিলোওয়াট এর অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে ৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের নতুন গ্রাহক, এলটি অথবা এমটি গ্রাহকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। তবে ৫০ কিলোওয়াট এর অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে ৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের বিদ্যমান গ্রাহকের ক্ষেত্রে তাদের বর্তমান গ্রাহকশ্রেণি (অনুমোদিত লোড ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত এলটি এবং অনুমোদিত লোড ৫০ কিলোওয়াট এর অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে ৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত এমটি) অপরিবর্তিত/অব্যাহত থাকবে।

(খ) যেসকল গ্রাহককে পরিশিষ্ট-'ক' এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২০ এবং উপরের অনুচ্ছেদ-১০ ও ১১(ক) অনুযায়ী নির্ধারিত গ্রাহকশ্রেণি ব্যতীত ভিন্ন কোনো গ্রাহকশ্রেণিতে বিল করা হচ্ছে সে সকল গ্রাহক বিল মাস মার্চ ২০২০ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত শ্রেণির গ্রাহক হিসেবে রূপান্তর হয়েছে বলে গণ্য হবে। এজন্য কোনো চার্জ/ফি প্রযোজ্য হবে না।

১২. বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবা এবং বিবিধ চার্জ/ফি:

(ক) বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক গ্রাহককে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মিটার পর্যন্ত বাউন্ডারি পয়েন্ট বিবেচনায় বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবা এবং বিবিধ চার্জ/ফি নিম্নোক্ত হারে নির্ধারণ করা হলো:

বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ		গ্রাহকশ্রেণি/প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
(১)	নতুন সংযোগ এবং লোড পরিবর্তনের আবেদন ফি (প্রতিটি মিটারের জন্য)	এলটি	(i) এক ফেজ	১০০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৩০০.০০
		এমটি ও এইচটি		১,০০০.০০
		ইএইচটি		২,০০০.০০
(২)	অস্থায়ী সংযোগের আবেদন ফি	এলটি	(i) এক ফেজ	২৫০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৫০০.০০
		এমটি		১,০০০.০০
(৩)	(অ) বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (DC) চার্জ	এলটি	(i) এক ফেজ	৩০০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৮০০.০০
		এমটি ও এইচটি		৫,০০০.০০
		ইএইচটি		১০,০০০.০০
	(আ) বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃসংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	(i) এক ফেজ	৩০০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৮০০.০০
		এমটি ও এইচটি		৫,০০০.০০
		ইএইচটি		১০,০০০.০০

বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ		গ্রাহকশ্রেণি/প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
(৪)	(অ) গ্রাহকের অনুরোধে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (DC) চার্জ	এলটি	(i) এক ফেজ	২০০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৪০০.০০
		এমটি ও এইচটি		১,০০০.০০
		ইএইচটি		২,০০০.০০
	(আ) গ্রাহকের অনুরোধে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃসংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	(i) এক ফেজ	২০০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৪০০.০০
		এমটি ও এইচটি		১,০০০.০০
		ইএইচটি		২,০০০.০০
(৫)	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার পরীক্ষা চার্জ	এলটি	(i) এক ফেজ	২০০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৪০০.০০
			(iii) এলটিসিটি	৬০০.০০
		এমটি ও এইচটি		২,০০০.০০
		ইএইচটি		৪,০০০.০০
(৬)	গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহক আঙ্গিনায় মিটার পরিদর্শন চার্জ	এলটি	(i) এক ফেজ	১৫০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৩০০.০০
			(iii) এলটিসিটি	৫০০.০০
		এমটি ও এইচটি		১,০০০.০০
		ইএইচটি		২,০০০.০০
(৭)	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার/মিটারিং ইউনিট স্থাপন/ পরিবর্তন/স্থানান্তর ফি	এলটি	(i) এক ফেজ	৩০০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৭০০.০০
			(iii) এলটিসিটি	২,০০০.০০
		এমটি ও এইচটি		৫,০০০.০০
		ইএইচটি		১০,০০০.০০

বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ		গ্রাহকশ্রেণি/প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
(৮)	গ্রাহকের অনুরোধে সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল (সার্ভিস ক্রিমপিট/ক্ল্যাম্পসহ) মেরামত/পরিবর্তন/স্থানান্তর ফি	এলটি	(i) এক ফেজ	২০০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৫০০.০০
		এমটি ও এইচটি		১,২৫০.০০
		ইএইচটি		২,৫০০.০০
(৯)	গ্রাহকের অনুরোধে সরবরাহ চুক্তি সংশোধন ফি	এলটি	(i) এক ফেজ	১০০.০০
			(ii) তিন ফেজ	৩০০.০০
		এমটি, এইচটি ও ইএইচটি		১,০০০.০০
(১০)	গ্রাহকের অনুরোধে প্রি-পেইড মিটার কার্ড রি-ইস্যু ফি	এলটি, এমটি, এইচটি ও ইএইচটি		২০০.০০
(১১)	গ্রাহকের অনুরোধে ট্রান্সফরমারের তেল (Transformer Oil) পরীক্ষা চার্জ	এমটি, এইচটি ও ইএইচটি		১,০০০.০০
(১২)	গ্রাহকের অনুরোধে জরুরী প্রয়োজনে ড্রপআউট ফিউজ কাট-আউটসহ ট্রান্সফরমার ভাড়া	সর্বোচ্চ ৩০ দিন		২.০০ কেভিএ/দিন
		৩০ দিন পর থেকে		৪.০০ কেভিএ/দিন

(খ) উপরের অনুচ্ছেদ ১২(ক) এর সারণিতে উল্লিখিত ফি/চার্জ ব্যতীত অন্য কোনো ফি/চার্জ আরোপ করা যাবে না।

(গ) উপরের অনুচ্ছেদ ১২(ক) এর ক্রমিক (৩) এবং (৪) ব্যতীত অন্য কোনো বিবিধ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা পুনঃসংযোগ চার্জ আরোপ করা যাবে না।

(ঘ) বহুতল আবাসিক বা বহুতল মিশ্র (বাণিজ্যিক ও আবাসিক) ভবন/স্থাপনার আবাসিক গ্রাহক তার আবাসিক সাব-মিটার এবং বহুতল ভবন/স্থাপনার ফ্ল্যাট মালিক সমিতি উক্ত ভবন/স্থাপনার আবাসিক ফ্ল্যাটের মিটার পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ফিসহ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর নিকট আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি উক্ত আবাসিক ফ্ল্যাটের মিটার পরীক্ষা করবে এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঙ) উপরের অনুচ্ছেদ ১২(ক) এর সারণিতে উল্লিখিত বিবিধ ফি/চার্জের ওপর সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হবে।

১৩. **ব্যাখ্যা:**

খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২০ এর শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি সংক্রান্ত কোনো বিধানের ব্যাখ্যা অথবা কোনো গ্রাহকের গ্রাহকশ্রেণি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনোরূপ অস্পষ্টতার উদ্ভব হলে, কমিশনে প্রেরণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৪. খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার, ২০২০ এর শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি বিল মাস ২০২০ হতে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে।

(মোহাম্মদ বজলুর রহমান)
সদস্য

(মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী)
সদস্য

(মোহাম্মদ আবু ফারুক)
সদস্য

(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

(মোঃ আব্দুল জলিল)
চেয়ারম্যান